R. N. No. 2532/57 Ph. : 266228 P.J. 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. WB/MSD-05

আধুনিক ডিজাইনের
আলমারী, চেয়ার, টেবিল,
খাট, সোফা ইত্যাদি
যাবতীয় ফার্নিচার বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্নিচার
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—২৬৭৫২৪

# জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত ( দাদাঠাকুর )
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
( মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত )
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৯৩শ বর্ষ
৩৯ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১লা ফাল্গুন, বুধবার, ১৪১৩ সাল।
১৪ই ফেব্রুয়ারী, ২০০৭ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক : ৫০ টাকা

## বিদ্যুৎ কর্মীদের মদতে সাগরদীঘি এলাকায় মিনি ডিপের অবৈধ লাইনের হিড়িক

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ২/১ সপ্তাহ ধরে হঠাৎ সাগরদীঘির বিভিন্ন গ্রামে বিশেষ করে বয়াড়, হলদি, সাগরদীঘিতে সাবমার্সেবল পাম্প বসানোর হিড়িক পড়ে গেছে। এদের অনেকেই দেড় ইঞ্চির কুড়ি ফুট পাইপ পুঁতে তাতে চট বেঁধে দপ্তরকে জানাচ্ছে তারা সাবমার্সেবল মোটর বসিয়েছে বলে খবর। অন্য দিকে অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে খুঁটি গেড়ে থাকা স্টেশন সুপারিনটেন্ডেন্ট বিদ্যুৎ দপ্তরকে নিয়ে যা খুশি তাই করে চলেছেন। এই ব্যক্তি এবং সাগরদীঘির বাসিন্দা বর্তমানে বহরমপুরে বিদ্যুৎ দপ্তরে কর্মরত জনৈক ব্যানার্জীবাবু এইসব অবৈধ পরামর্শ দিয়ে 'ধূসর এলাকা' বলে চিহ্নিত এই ব্লকের স্থায়ী সর্বনাশ করে চলেছেন প্রশাসনের ( শেষ পৃষ্ঠায় )

## মাটির সমস্যা কাটাতে ইট ভাটা মালিকরা মহকুমা শাসকের দরবারে

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর মহকুমার ইট ভাটার মাটি কাটা নিয়ে একটা বিতর্ক ও এলাকার মানুষের সঙ্গে বিবাদ, কোথাও কোথাও রাজনৈতিক নেতাদের বাধা, কোথাও প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ চলেই আসছে। এর ফলে ইট শিল্প আজ সংকটের মুখে এসে পড়েছে। জঙ্গিপুর সাবডিভিশন্যাল ব্রিক ফিল্ড ওনার্স এসোসিয়েশন এই সংকট মোচনের আশা নিয়ে গত ডিসেম্বর '০৬ এর মাঝামাঝি জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসকের সঙ্গে তাঁর দপ্তরে দেখা করে মাটি সংগ্রহে সমস্যার কথা তাঁকে জানান। এবং এর প্রতিকারে কিছু গঠনমূলক মতামত লিখিতভাবে মহকুমা শাসকের কাছে পেশ করেন। ব্রিকস এসোসিয়েশনের সভাপতি সমীরকান্তি রায়ের বক্তব্য, জেলায় বর্তমানে শিল্প বলতে প্রথম বিড়ি শিল্প, দ্বিতীয় ইট। ( শেষ পৃষ্ঠায় )

## ধুলিয়ান গঙ্গা রেল ষ্টেশনে যাতায়াতের একমাত্র রাস্তা চলাচলের অযোগ্য

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধুলিয়ান শহর থেকে ধুলিয়ান গঙ্গা রেল ষ্টেশনের দূরত্ব প্রায় চার কিলোমিটার। রতনপুরের ভিতর দিয়ে ষ্টেশনে যাবার একমাত্র রাস্তাটি বর্তমানে চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। রতনপুর মোড় থেকে রাস্তার মধ্যে বড় বড় গর্ত। এর ফলে নিত্যদিন চলাচলকারী মানুষ দুর্ঘটনায় জখম হচ্ছেন। ফরাক্কা এনটিপিসির ছাই ভর্তি প্রায় ৪০/৫০টি লরি এখানে নিয়মিত মাল লোডিং ও আনলোডিং করায় ভারী পরিবহনের ফলে রাস্তাটির অনেক জায়গা বসে গর্তের আকার নিয়েছে। এ প্রসঙ্গে সামসেরগঞ্জ ব্লক যুব কংগ্রেসের সভাপতি মোহাঃ সোহরাব আলি (শেষ পৃঃ)

## ১৮ ফেব্রুয়ারী প্রণব মুখার্জী কোথায় কি করছেন

নিজস্ব সংবাদদাতা : ১৯ ফেব্রুয়ারী প্রণব মুখার্জীর জঙ্গিপুর আসার কথা থাকলেও ঐ দিন তিনি বাংলাদেশ সফরে যাচ্ছেন। তাই ১৮ ফেব্রুয়ারী তিনি মুর্শিদাবাদ আসছেন হেলিকপ্টারযোগে। প্রথমে তাঁর নির্বাচনী এলাকা খড়গ্রামে ভাগীরথী দুগ্ধ প্রকল্পের এক অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। এরপর নবগ্রাম-পাঁচগ্রাম এলাকার কৃষি মেলার উদ্বোধন করবেন। ওখান থেকে সোজা চলে আসবেন ধুলিয়ান গঙ্গা রেল ষ্টেশন ও জঙ্গিপুর রোড রেল ষ্টেশনের ইলেকট্রনিক্স টিকিট কাউন্টার উদ্বোধন করতে। শেষে রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের বাণীপুরে সাইদপুর ইউ, এন, হাই স্কুল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত রক্তদান শিবির ঘুরে দেখবেন।

## নাট্য সন্ধ্যায় টাউন ক্লাব

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর টাউন ক্লাব গত ৪ ফেব্রুয়ারী এক নাট্য সন্ধ্যার আয়োজন করে। অনুষ্ঠানের শুরুতে নাট্য ব্যক্তিত্বদের সম্বর্ধনা, 'দূরদর্শনের প্রভাবে নাটকের দশা' নিয়ে আলোচনা হয়। এতে অনেকের মধ্যে বর্তমানে নাট্য আন্দোলনের পুরোধা তরুণ চৌবে এবং অতীতের শিল্পী মাঃ সরকারের বক্তব্য হৃদয়গ্রাহী হয়। পরবর্তীতে অভিনয়ের ব্যবস্থা ছিল দুটি পর্যায়ে। প্রথমে ডি এল রায় রচিত 'সাজাহান'-এর বন্দি দশার অংশ বিশেষ। ( শেষ পৃষ্ঠায় )

স্বর্ণচরী, বালুচরী, আরিষ্টিচ, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, ড্রেস পিস পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

মির্জাপুরের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান গৌতম মনিয়া

ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে ( মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টোদিকে )
মির্জাপুর, পোঃ গনকর ( মুর্শিদাবাদ ) ফোন : ২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল ৯৪৩৪০০০৭৫৪

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

# জঙ্গিপুর সংবাদ

১লা ফাল্গুন বুধবার, ১৪১৩ সাল।

## কংগ্রেস কোন্ পথে ?

নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিপুল সৈন্যদলকে ইংরাজের স্বল্প সংখ্যক সৈন্যের নিকট পরাজিত হইতে হয় এবং তাহাতেই পলাশীর যুদ্ধের নিষ্পত্তি ঘটে। পরিণামে সমগ্র ভারতবর্ষ প্রায় দুইশত বৎসর ইংরাজের অধীন হইয়া থাকে। নবাবের পরাজয়ের মূলে ছিল তাঁহার বিভিন্ন সৈন্যাধ্যক্ষদের মধ্যে অনৈক্য এবং সর্বোপরি নবাবের বিরুদ্ধে এক সুগভীর চক্রান্ত। বস্তুতঃ এই দুই কারণেই ক্লাইবের পক্ষে যুদ্ধজয় সম্ভব হইয়াছিল।

পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের অবস্থা আক্ষরিক অর্থে না হইলেও অন্যভাবে নবাব সিরাজউদ্দৌলার অবস্থার মত অনেকাংশে। সৈন্যবাহিনী অর্থাৎ কংগ্রেস কর্মী ও সমর্থক যথেষ্ট। লক্ষ্য—রাজ্যের বামফ্রন্ট দলের শাসনাবসান ঘটান। যুদ্ধের পরিচালক—প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ। যুদ্ধের ফলাফল—কংগ্রেসের ব্যর্থতা। কারণ—যুদ্ধ-পরিচালকদের মধ্যে অনৈক্য, কর্ম-ধারায় সমন্বয়ের অভাব ও নিন্দুকের মতে এক গভীর চক্রান্ত।

বস্তুতঃ রাজ্য কংগ্রেস দল শাসকদলের প্রধান বিরোধী দল হইলেও বিরোধীদলের কার্যকরী ভূমিকায় ঘাটতি যথেষ্ট লক্ষণীয়। বামফ্রন্ট শাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হইলেও রাজ্য কংগ্রেস কিছু করিতে পারিতেছে না। দীর্ঘদিন হইতে এই রকমই চলিতেছে।

বিধানসভায় প্রধান বিরোধী দলের যে ধরনের প্রতিবাদ ও বিতর্কে বাগ্মিতা আশা করা যায়, কংগ্রেসের মধ্যে তাহার কোনও নিদর্শন দেখা যায় না। বিধানসভায় বিরোধী দল রাজ্যে সন্ত্রাস সম্বন্ধে চুপ।

রাজ্য কংগ্রেসের যে করুণাচিত্র দৃষ্ট হইতেছে, তাহার জন্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ তাঁহাদের ত্রুটি অস্বীকার করিলেও তৃণমূলস্তরের কংগ্রেস কর্মীরা হাড়ে হাড়ে টের পাইতেছেন। তাঁহাদের অবস্থা শোচনীয়। তাঁহারা একদিকে সিপিএম-এর শিকার হইতেছেন, অন্যদিকে নিজ দলের মধ্যে অনৈক্য হেতু নিরাপত্তার অভাব বোধ করিতেছেন এবং ভুগিতেছেন। আর সুসংহত সিপিএম দল রাজ্যে তাহাদের ভবিষ্যৎ আধিপত্য অপ্রতিহত রাখিবার জন্য দৃঢ় প্রস্তুতি চালাইতেছেন।

## হায় শিল্পনীতি ২০০৬

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

পশ্চিমবাংলায় এখন উদার শিল্পনীতির জোয়ার। বিরোধীরা ব্যঙ্গ করে বলছেন কৃষকসভার নেতারা এখন যতটা কৃষক-বিরোধী ততটাই টাটামুখী। এতদিন ছিল মানুষের বাঁচা মড়ার লড়াই এর সাথী, এখন শিল্পপতির নাতি। কৃষিভিত্তিক ভারতবর্ষে কৃষকের উন্নতি ব্যতীত শিল্পের প্রসার ঘটতে পারবে না—এটা ভারতীয় অর্থনীতির একটা প্রধান দিক। এ কারণেই ভারতীয় অর্থনীতিকে বলা হয় কৃষি নির্ভর অর্থনীতি বা 'এগ্রাগ্রেন ইকনমি"। আবার কেউ কেউ বলেন 'মিক্সড ইকনমি'। যে দেশে ৭০% মানুষ কৃষক ও গ্রামে বাস করে তাদের উন্নয়নের পরিপন্থী হয়ে শিল্পায়ন সম্ভব নয়। ইকনমিক্সে গ্রেটার ইনটারেস্টের কথা বলা হয়েছে বহু জায়গায়। অথচ কৃষকের পাকা ধানে মই দিয়ে ২০০৬ সালের শুরুতেই সিঙ্গুরে টাটার কারখানা তৈরীর জন্য জমির অধিগ্রহণে যে ভূমিকা বুদ্ধদেববাবু ও তাঁর দল এবং সরকার গ্রহণ করলো তাতে পদক্ষেপে ভুল যথেষ্টই ছিল। সারাদেশে এ ঘটনা আলোড়ন তুললো। সিঙ্গুরে সরকারকে বাদ দিয়ে টাটা সরাসরি যদি জায়গা অধিগ্রহণে হস্তক্ষেপ করতো তাহলে এতবড় কান্ড ঘটতো না। কারণ বলপ্রয়োগে কোন ভালো কাজ করা যায় না। তাছাড়া ফসল কাটার সময় ফলন্ত ১৫০০ বিঘা জমির ধান র‍্যাপ ও পুলিশ দিয়ে নষ্ট করা, জোর করতে গিয়ে বিরোধীদের সুযোগ করে দেওয়া এবং পার্টির দোহাই দিয়ে প্রচার চালাতে গিয়ে বিষয়টিকে রাজনৈতিক স্তরে নামিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। সরকারি রাজনীতিতে কোন বিষয় চলে গেলে সেখানে কাজের থেকে দলবাজি বেশী হবে তা আর একবার প্রমাণিত হলো। সিঙ্গুরের ঐ পরিমাণ জমির ওপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ-ভাবে নির্ভরশীল মানুষের সংখ্যা বেশী হবে ? না টাটার কারখানা হলে অনেক বেশী পরিমাণ মানুষ সরাসরি উপকৃত হবে তা বুদ্ধদেববাবুর শিল্পনীতিতে পরিস্কারভাবে তথ্য দিতে পারেনি। যেখানে সংবিধানগতভাবে বলা হয়েছে Right to information Act এর বলে সরকার সকল কাজের পূর্ণাঙ্গ তথ্য জানাতে বাধ্য। সেখানে বুদ্ধদেববাবু ও তাঁর সরকার ২৩৫ এর জোর দেখিয়ে কি করে বলতে পারেন "আমরা টাটার সঙ্গে কি শর্তে চুক্তি হয়েছে জানাবো না"। তাহলে জনমানসে এ ধরনের জনবিরোধী ও আইনবিরোধী কথা বলা দল ও সরকারের 'শিল্পনীতি' নিয়ে স্বাভাবিক-ভাবেই দ্বিধাদ্বন্দ্বের প্রশ্নের অবতারণা ঘটবে। এতে কোন ভুল নেই। শিল্পায়ন জনগণের, দেশের ও রাজ্যের উন্নয়নের স্বার্থেই যদি হয়, তাহলে তাদের ভালো-মন্দের প্রশ্ন জানার অধিকারকে কি বুদ্ধদেববাবু অস্বীকার করতে পারেন ? কোন পারিবারিক উন্নয়ন হলে সে ক্ষেত্রেও পরিবার কর্তার জানার যেমন অধিকার আছে, ঠিক তেমনি শরিক দলের কর্তারাও একইভাবে ক্ষুব্ধ। দল পরিচালনা ও ভোটের ক্ষেত্রে রায় ও দায় গোটা বামফ্রন্টের। অতএব বৃহত্তর স্বার্থে শিল্প হবে, সেখানে সবাই সব কিছু জানলে আপত্তি কোথায় ? অটোমোবাইলস কারখানা হচ্ছে। রাজ্যের অর্থনীতি চাঙ্গা হবে। এতো ভাল কথা। অস্ত্র কারখানা তো হচ্ছে না ! তাছাড়া দেশটা কিউবা বা চীন নয়—ভারতবর্ষ। গণতন্ত্রে জানার অধিকার স্বীকৃত। এ নিয়ে রাজনীতি ভালো কথা নয়। তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী মমতা ব্যানার্জী, মেধা পাটেকর কৃষকদের স্বার্থরক্ষার দাবি, কৃষি জমি অধিগ্রহণ না করে (৩য় পৃষ্ঠায়)

## চিঠি-পত্র

( মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব )

### কোর্ট ফি-ষ্ট্যাম্প অমিল প্রসঙ্গে

আপনার সংবাদপত্রের ৯৩শ বর্ষ ৩৬ সংখ্যায় "জঙ্গিপুর ট্রেজারীতে আবার কোর্ট ফি ষ্ট্যাম্প অমিল" শীর্ষক সংবাদে কিছু ষ্ট্যাম্প ভেন্ডারের ১০/২০ টাকার নন জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্প পেপার নিয়ে কালোবাজারীর ঘটনা সর্বৈব মিথ্যা এবং মর্য্যাদাহানিকর। অদ্যাবধি এ রকম কোন অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। ভবিষ্যতে সঠিক তথ্য পেশ করবেন আশা রাখি।

ষ্ট্যাম্প ভেন্ডারদের পক্ষে
নিশীথ পন্ডিত, শামসুল রহমান,
অনিলকালী রায়, ফরিদ আহাম্মদ
জঙ্গিপুর সাব-রেজিষ্ট্রি অফিস

---

আজ কংগ্রেস দলে দৃঢ় ব্যক্তিত্ব নাই। আছে ক্ষমতাগর্বী, আছে অসহিষ্ণু, আছে কৌশলী ও মতলববাজ মানুষ। যাহারা উভয় পক্ষকে তাতাইয়া সিপিএম-এর সুবিধা করিয়া দিতেছে। তাহা হয়ত বুঝিয়াও কেহ পদগর্বে কেহ অসহিষ্ণুতায় মূল লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইতেছেন এবং সাধারণ কংগ্রেস কর্মী ও সমর্থকদের বিপদ ডাকিয়া আনিতেছেন।

## জাতীয় কুষ্ঠ নিবারণ এবং শহীদ দিবস

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর ৫৯-তম তিরোধান ও জাতীয় কুষ্ঠ নিবারণ দিবস এবং শদীদ দিবস উপলক্ষ্যে জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকের কার্য্যালয় প্রাঙ্গণে এক সর্বধর্ম প্রার্থনা সভা হয় ৩০ জানুয়ারী। ব্যবস্থাপনায় ছিলেন মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক। মহাত্মা গান্ধীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন মহকুমা শাসক পি, এম, কে, গান্ধী, আই. এ. এস. এবং উপশাসক কার্তিকচন্দ্র মন্ডল। অনুষ্ঠানে গীতা, কোরাণ, বাইবেল ও জৈন ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ করেন যথাক্রমে দিব্যেন্দু গাঙ্গুলী, মহঃ আইনুল হক, রেভাঃ যোশেফ সনকাটা ও কমলকুমার জৈন। রামধুন ও দেশাত্মবোধক সংগীত পরিবেশন করেন অংকন নৃত্য সংগীত বিচিত্রার শিল্পীরা। সর্বধর্ম প্রার্থনা সভায় ন্যায়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হতে যুব সমাজকে আহ্বান জানান মহকুমা শাসক। দেশ থেকে কুষ্ঠ নির্মূল করাও ছিল গান্ধীজীর জীবনের ব্রত। আজকের দিনটি তাই জাতীয় কুষ্ঠ নিবারণ দিবস হিসেবেও পালিত হয়।

### শিল্পনীতি ২০০৬ (২য় পৃষ্ঠার পর)

অনাবাদী জমিতে শিল্প করার কথা বলেছেন। অন্যায় কোথায় ? বিরোধী দল তাই ! শত্রুর সৎ উপদেশ নিতে হয়। রাম মৃত্যুমুখী রাবণের রাজনৈতিক উপদেশ গ্রহণ করেছিলেন। ২৩ দিনের মমতার অনশনের পরও বুদ্ধদেববাবুদের শিল্পনীতির দ্বিতীয় ধাপ দেখে জনগণ বিস্মিত। সিঙ্গুরের পরে নন্দীগ্রাম— ৯টি তাজা কৃষকের দেহ এবং কমিটির নেতাকে অকারণে গ্রেপ্তার করে তেলেঙ্গানার রূপ দিয়ে দিলেন বুদ্ধবাবুর দলের লক্ষন শেঠরা ও পুলিশ। পুলিশের উর্দি পরে নিরীহ কৃষক নিধন করা হলো বলে মিডিয়ার অভিযোগ ফলাও করে প্রচারিত হওয়ার পর, মনে হয়েছে এ কেমন শিল্পনীতি ! যা যুদ্ধনীতিতে রূপ নিলো। সরকারী পদ্ধতিগত ভুল ও গা জোরের ফলে উন্নয়নের সূক্ষ্ম বাতায়ন নষ্ট হয়ে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি সৃষ্টি হলো, সে রাজ্যে কি আর কেউ লগ্নি করতে আসবে ? একটা ভুল আর একটা ভুল করতে শেখায় তা প্রমাণিত হলো সিঙ্গুরের পর নন্দীগ্রাম হওয়ার চিত্র দেখে।

প্রতি বছর লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু আবাদী জমি বৃদ্ধি পাচ্ছে না। ফলে কৃষি জমি নষ্ট করার কথা কোন বুদ্ধিজীবী ও সরকারী বাস্তুকাররা বলছেন ? জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে সারা পশ্চিম বাংলায় সরকারী নীতি উপচে দলীয় প্রভাব বেশী কার্যকরী হওয়ায় আইনবিরোধী কাজ হচ্ছে। মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর মহকুমার 'তালাই' এ "পতাকা ফুড প্রসেসিং লিমিটেড" কোম্পানীর কারখানার জন্য জমি নেওয়ার ক্ষেত্রে বি, এল, আর, ও, এস, ডি, এল, আর, ও,-রা প্রায় অর্ডিন্যান্স জারি করার মতো করে ৬০,০০০ টাকা বিঘা জমি দিতে বাধ্য করালো জমির মালিকদের। যদিও ঐ এলাকার দু' একজন আজও জমি দেননি। আমরা পতাকা বিড়ির বিপক্ষে নই, জমি নেওয়া বা কারখানা করারও বিপক্ষে নই। পদ্ধতিগত ভুল ও সরকারী এবং দলীয় প্রভাবের লাগামহীন নির্দেশের বিপক্ষে। কেউ প্রকৃত ভালো কাজের বিরোধী হয় না। বিদায়ী শিল্পনীতি ও অনাদায়ী ভবিষ্যতের আতঙ্কে এখন অপেক্ষারত 'কাটোয়া'। দলগতভাবে ভোটের প্রচার চালানোর মতো কৃষক প্রভাবিত করার দলীয় পদ্ধতির প্রয়োজন কি বেশী ? না বুদ্ধদেববাবুর সরকারের সঠিক পথে, সুস্থ পরিকল্পনায় জমি অধিগ্রহণ করে শিল্প করার নীতি রূপায়ণ করা বেশী জরুরী ? অনেকের প্রশ্ন মমতা নিস্ফল। কিন্তু আদপে তা নয়। মমতার আন্দোলনের জোয়ার সাগরদীঘি থার্মাল পাওয়ারের জমি উচ্ছেদকৃত ব্যক্তিদের চাকরি দেওয়ার সেল খুলতে বাধ্য করিয়েছে। বিরোধী দলের ভূমিকা সরকারকে ঠিক পথে রাখা। সরকারেরও উচিৎ তা মানা।

## আইনজীবীর জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর বারের আইনজীবী জগন্নাথ সরকার (৫৭) হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে গত ৬ ফেব্রুয়ারী '০৭ বহরমপুর সদর হাসপাতালে পরলোকগমন করেন। জানা যায়, আগের দিন বিকেলে কোর্ট থেকে ফিরে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে ৫ ফেব্রুয়ারী জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঐদিন রাতে শরীরের অবনতি দেখা দিলে তাঁকে বহরমপুরে স্থানান্তরিত করা হয়। জগন্নাথবাবুর অকাল মৃত্যুতে জঙ্গিপুর বারে শোকের ছায়া নেমে আসে।

## তাজিয়া প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিতরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বসুন্ধরা মডার্ণ রাইস মিল-এর উদ্যোগে পবিত্র মহরম উপলক্ষে গত ২০০৬ সালে আয়োজিত "তাজিয়া সৌন্দর্য্যায়ন" প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হয়ে গেলো গত ২৮ জানুয়ারী রঘুনাথগঞ্জ বালিঘাটা বড় মসজিদের মাঠে। রাইস মিলের কর্ণধার পার্থসারথি নাথসহ উপস্থিত ছিলেন পুরপিতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য অনুষ্ঠান সভাপতি আসনে। এস, ডি, পি, ও নির্মলকুমার ভট্টাচার্য্য প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথির আসন অলংকৃত করেন রঘুনাথাথগঞ্জ ১ ব্লক সভাপতি প্রাণবন্ধু মাল। বালিঘাটা মসজিদের ইমাম মৌলানা মোজাম্মেল হোসেন, কাজী আমিনুল ইসলাম এবং অন্যান্য বক্তারা মহরম-এর তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন। শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে প্রথম হয় বালিঘাটা জনকল্যাণ সমিতি আর খিদিরপুর মিতালী সংঘ হয় দ্বিতীয়। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বাকী ৯টা দলের জন্য ছিল সান্ত্বনা পুরস্কার। গত নির্বাচনী বিধিনিষেধ ও অন্যান্য সমস্যাজনিত কারণে যথাযথ সময়ে এই অনুষ্ঠান করতে না পারার জন্য উদ্যোক্তারা দুঃখ প্রকাশ করেন।

আমাদের প্রচুর ষ্টক—
তাই ফাল্গুনের বিয়ের কার্ড
পছন্দ করে নিতে সরাসরি
চলে আসুন।
নিউ
কার্ডস ফেয়ার
( দাদাঠাকুর প্রেস )
রঘুনাথগঞ্জ ( ফোন ঃ ২৬৬২২৮ )

জায়গাসহ গোডাউন বিক্রী
সজিনীপাড়া রেল ষ্টেশন সংলগ্ন ৪৪ শতক জায়গার উপর পীচ রাস্তা লাগোয়া একটি পাকা ছাদযুক্ত ৭৬ × ৩৩ ফুট মাপের গোডাউন এবং একটি টিনের ছাউনীযুক্ত বড় গোডাউন, তৎসহ অফিস ঘর, বাথরুম, পায়খানাসহ চারিদিক প্রাচীর দিয়ে ঘেরা জায়গা বিক্রী করা হবে।
যোগাযোগ ঃ— ৯৪৩৪৪৮৭৬৯১

## পুর এলাকার জঞ্জাল সংরক্ষণ নিয়ে সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর পুর এলাকার যেখানে সেখানে পলিথিনের প্যাকেট, দৈনন্দিন ব্যবহার্য্যের পরিত্যক্ত জিনিসপত্র ফেলে দিয়ে নাগরিক সচেতনতাকে পুরো যাত্রায় ব্যর্থ করছেন উভয় পারের সিংহভাগ পুরবাসী। এর ফলে পলিথিনের প্যাকেট, তরিতরকারী ও ফলের খোসায় জল নিকাশীর পথগুলো বন্ধ হয়ে শহরে দূষিত পরিবেশ সৃষ্টি করছে। এলাকার একাধিক নার্সিং হোম, প্যাথলজি প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিত্যক্ত সামগ্রী নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে পুরসভার জঞ্জাল পরিষ্কারের গাড়ী এলে ঐ সব বর্জ্য পদার্থ যাতে তুলে দেয়া হয় তার প্রেক্ষিতে গত ৮ ফেব্রুয়ারী '০৭ সদরঘাট ভাগীরথী লজে পুরপতির উদ্যোগে এক আলোচনা সভা হয়। ঐ সভায় পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য পুর এলাকাকে জঞ্জালমুক্ত রাখতে পুরবাসীদের সহযোগিতা পুরো মাত্রায় চান। এর পরও যদি জঞ্জাল সংরক্ষণের বিষয়ে পুর নাগরিক ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সচেতনতা না আসে তবে জঞ্জাল প্রতিরোধে কঠোর ব্যবস্থা নেবার কথাও তিনি ঐ সভায় ঘোষণা করেন।

## পুলিশের মদতে প্রকাশ্যে জুয়ো খেলা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর ভাগীরথী ব্রীজের ওপরে ফুটপাত দখল করে তিন তাসের খেলা আজও সদর্পে চলছে। সাধারণ দিন খাটা মানুষের সর্বনাশ বন্ধে পুলিশ বা প্রশাসনের কোন মাথা ব্যথা নেই। এদিকে সরকারী স্বীকৃতি পাওয়া লোটোর (জুয়া) দুর্দন্ড দাপটে মানুষ সর্বস্বান্ত হচ্ছে নিত্যদিন।

## অবৈধ লাইনের হিড়িক ( ১ম পৃষ্ঠার পর )

নাকের ডগায়। ২০০৫ এর সেপ্টেম্বরের পর জিওলজিক্যাল রিপোর্ট মতো সাগরদীঘি এলাকায় আর সাবমার্সেবল বা মিনি ডিপ বসবে না ঘোষিত হলেও বর্তমান জেলা পরিষদ নাকি ঘোষণা করে দিয়েছে যত অবৈধ পাম্প চলছিলো তাদের প্রত্যেককে বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে। বহু জাল জিওলজিক্যাল রিপোর্ট অনেকের কাছেই আছে। বিদ্যুৎ দপ্তরের বক্তব্য, ওসব দেখার প্রয়োজন আমাদের নাই। অর্থাৎ যে যা পারো বসাও। এই ধরনের অরাজকতা সাগরদীঘি ব্লক ছাড়া কোথাও নাই। এইভাবে ডিপের মাধ্যমে জল উত্তোলন হলে আগামী ২/৩ বছর পর কোনও টিউবওয়েলেই জল উঠবে না বলে এলাকার মানুষ আশংকা প্রকাশ করেন। জেলা প্রশাসন কত উদাসীন হলে এ রকম রাষ্ট্রবিরোধী বা জনবিরোধী কাজ হতে পারে সেটাই দেখার।


## জঙ্গিপুর কলেজ

মুর্শিদাবাদ

( ফোন নং ০৩৪৮৩-২৬৪২২৬ )

কলেজের প্রাক্তন ছাত্র সংসদের উদ্যোগে পুনর্মিলন উৎসব আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারী (রবিবার) বেলা ১২ টায় কলেজ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে। সকলের উপস্থিতি ও সহযোগিতা কাম্য।

—অধ্যক্ষ


## ভ্রম সংশোধন

গত ২৪ জানুয়ারী '০৭ : জঙ্গিপুর সংবাদ-এ প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে ভুলবশতঃ সোহনলাল জৈনের পরিবর্তে মোহনলাল জৈন ছাপা হয়েছে। ওটা সোহনলাল জৈন হবে।

## টাউন ক্লাব ( ১ম পৃষ্ঠার পর )

দ্বিতীয়াংশে ছিল একাঙ্ক নাটক 'এক যে ছিল রাজা'। 'সাজাহান' নাটকে কারাবন্দি বৃদ্ধ সাজাহানের বন্দিত্বের বেদনা, সাম্রাজ্যের দুরবস্থার সংবাদ সঠিকভাবে ফোটাতে ব্যর্থ হন সারফুল আলম। জাহানারা ও সাজাহানের পোষাকে জেল্লা আনলেও তাদের একজোড়া পাদুকা না জোটায় দর্শকদের কাছে দৃষ্টিকটু লেগেছে। 'এক যে ছিল রাজা'-র দুই নগরের চার নাগরিক উল্লেখযোগ্য। তোষামোদ প্রধান চরিত্রে বলাই দাসের অভিনয় সাবলীল হলেও হিংসা পরায়ণ কুটিল চরিত্রে সুবীর দের অতি অভিনয় এক কথায় বিরক্তিকর। রক্ষীর ভুমিকায় সুকুমার তেওয়ারী প্রম্পটার পাশ থেকে বলে না দেওয়া পর্যন্ত অযথা মুখ নাড়েন, এটা দর্শকদের চোখে লাগে। কুনালকান্তি দের পরিচালনাও অতি দুর্বল। সব থেকে বিরক্তিকর—অভিনয় চলাকালীন মঞ্চের সামনের সিঁড়ি দিয়ে বহিরাগতদের ওঠানামা। তবুও টাউন ক্লাবের এই প্রয়াস প্রশংসনীয়। কেননা এই ধরনের অনুষ্ঠান আজ প্রায় হারিয়ে যাচ্ছে।

## রাস্তা চলাচলের অযোগ্য ( ১ম পৃষ্ঠার পর )

জানান, ষ্টেশন যাবার একমাত্র রাস্তা মেরামতের জরুরী ব্যবস্থা নিতে আমরা পার্টির পক্ষ থেকে একাধারে জেলা শাসক, মহকুমা শাসক, পুলিশ সুপার, বিডিও, ওসি, ফরাক্কা ও অরঙ্গাবাদ কেন্দ্রের বিধায়ক, জঙ্গিপুরের সাংসদ প্রণব মুখার্জীকে আবেদন জানিয়েছি। অবিলম্বে রাস্তার কোন সুরাহা না হলে আমরা এ ব্যাপারে বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবো।

## মহকুমা শাসকের দরবারে ( ১ম পৃষ্ঠার পর )

এলাকার কৃষিজীবী মানুষ ধান কাটা ও মাড়াই-এর পর ইট ভাটায় বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত হয়ে জীবিকা অর্জন করেন। বর্তমানে ইট শিল্পের প্রধান উপকরণ মাটির প্রচন্ড অভাব দেখা দিয়েছে। এই সংকট কাটাতে এসোসিয়েশন মহকুমা শাসকের কাছে কিছু প্রস্তাব রেখেছে। বর্তমানে পদ্মা নদীর প্রধান গতিপথ বাংলাদেশের সীমানায় চলে যাবার ফলে পূর্বের গতিপথ বালি ও পলি জমে বন্ধ হয়ে গেছে। ঐ বালি ও পলিমাটি ইট ভাটার প্রয়োজনে ব্যবহার করতে অনুমতি দিলে রয়ালিটি বাবদ সরকারের যেমন একটা আয় হবে, তেমনি ভাটা মালিকদের সমস্যাও লাঘব হবে। সমীরবাবু আরো জানান, একইভাবে রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের মিঠিপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার পদ্মা নদীর বালি মাটি, সেখালীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কৃষ্ণশালি বিলের মাটি, লক্ষ্মীজোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের দুর্জনখালি ডারার মাটি, সেকেন্দ্রা গ্রাম পঞ্চায়েতের টুটিগঙ্গা সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। এগুলো সংস্কার করলে প্রচুর পরিমাণ মাটি পাওয়া যাবে, ইট উৎপাদনে ভাটা মালিকদের দুশ্চিন্তাও কাটবে। পাশাপাশি সরকারের কোষাগারেও মাটির রয়ালিটি বাবদ একটা মোটা টাকা জমা পড়বে। একইভাবে রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের খড়খড়ি নদীর মাটি কেটে নাব্যতা দূর করলে ভাটা মালিকদের মাটির সুরাহার সঙ্গে সঙ্গে মাছ চাষ ও সেচের কাজে জল ব্যবহার করা যাবে। মহকুমার বিভিন্ন এলাকার অব্যবহৃত হাজা মজা পুকুর ও খাল, যেগুলো আজ সংস্কারের অভাবে অকেজো হয়ে পড়ে আছে, সেগুলো সংস্কার করলে ইট প্রস্তুতে মাটির সমস্যার কিছুটা উন্নতি হতে পারে, পাশাপাশি সেচের কাজেও উপকার পাবেন চাষীরা। এর প্রেক্ষিতে মহকুমা শাসক সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন বলে আশ্বাস দেন মহকুমার ইট ভাটা মালিকদের বলে শেষ খবরে জানা যায়।

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।